Meeting between External Affairs Minister and Foreign Minister of Maldives

August 13, 2020

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং মালদ্বীপের বিদেশ মন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক

অগাষ্ট13,2020

1. 13 অগাষ্ট 2020 তারিখে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ড. এস.জয়শংকর এবং মালদ্বীপের বিদেশ মন্ত্রী আবদুল্লা শাহিদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

2. এই পারষ্পরিক আদানপ্রদানটি ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে নিয়মিত উচ্চস্তরীয় আদানপ্রদানের একটি অঙ্গ ছিল।এটি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে এবং COVID-19 –এর প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিখ্যাত ঘোষণা ও সার্বিকভাবে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের বিষয়ে সযত্নে চিন্তা করার একটি সুযোগ করে দিয়েছে। মন্ত্রীরা, ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে সময়-পরীক্ষিত সম্পর্কের অবস্থার সমীক্ষা করেছেন এবং সন্তোষের সাথে উল্লেখ করেছেন যে, COVID-19 অতিমারি দুইদেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার গতিকে হ্রাস করতে সক্ষম হয় নি।বিদেশ মন্ত্রী, মালদ্বীপের জনগণ ও সরকারকে ভারতের জনগণ এবং ভারত সরকারের অভিবাদন প্রদান করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি সোলিহ-র সরকারকে আশ্বস্ত করেছেন যে, এই কঠিন সময়ে ভারত তার সমুদ্রতীরবর্তী নিকট প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

3. বিদেশমন্ত্রী আনন্দের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন যে, ভারত ও মালদ্বীপ খুব ঘনিষ্ঠভাবে COVID-19 অতিমারির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করেছে, এবং প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে মালদ্বীপ, ভারতের COVID-19 সংক্রান্ত সহযোগিতার সবথেকে বেশী সুবিধা লাভ করেছে।স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরে অতিমারির প্রভাবকে ন্যূনতম করার জন্য মালদ্বীপকে সকল রকমের সম্ভাব্য সাহায্য প্রদানে ভারতের অঙ্গীকার বজায় রাখার বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রী পুনরায় নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রী শাহিদ জোর দিয়ে বলেছেন যে,অধিকতর সংযোগের ফলে সৌভাগ্য লাভ হয়।

4. ডিজিটাল ভিডিও কনফারেন্সে, বিদেশ মন্ত্রী নিম্নলিখিত ঘোষণাগুলি করেছেন

(i) বৃহত্তর মালে সংযোগ প্রকল্প (জিএমসিপি)

মালদ্বীপ সরকারের একটি অনুরোধে সাড়া দিয়ে, মালদ্বীপে জিএমসিপি-কে বাস্তবায়িত করার জন্য ভারত সরকারের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত বিদেশ মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এই সাহায্য, 100 মার্কিন ডলার অনুদান এবং 400 মার্কিন ডলারের একটি নতুন লাইন অব ক্রেডিটের একটি আর্থিক প্যাকেজের মাধ্যমে করা হবে। বিদেশ মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, এটি হবে মালদ্বীপে সর্ববৃহৎ অসামরিক পরিকাঠামো প্রকল্প। এই পরিকাঠামোটি 6.7 কিমি দৈর্ঘ্যের ব্রিজ এবং কজওয়ের দ্বারা মালে(মালদ্বীপের রাজধানী)কে প্রতিবেশী তিনটি দ্বীপ- ভিলিঙ্গিলি, গুলহিফাউ

(যেখানে ভারতের লাইন অব ক্রেডিটের অধীনে একটি বন্দর তৈরি হচ্ছে) এবং থিলাফুশি(নতুন শিল্পাঞ্চল)সাথে সংযুক্ত করবে। এটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে পরে, এই চারটি দ্বীপের মধ্যে অবাধ সংযোগ স্থাপিত হবে ফলতঃ আর্থিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে মালে অঞ্চলের সার্বিক নগরোন্নায়নের বিকাশে প্রোৎসাহ প্রদান করবে।

(ii) ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে সরাসরি পণ্যবাহী জাহাজ পরিবহণঃজুন 2019- এ মজলিসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর, ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে ফেরি সার্ভিসের ঘোষণাকে স্মরণ করে, বিদেশ মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, একটি ফেরি সার্ভিস খুব শীঘ্রই চালু হবে।দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং সংযোগ বৃদ্ধিতে এবং অর্থনৈতিক শরিকানাকে আরো জোরালো করার ক্ষেত্রে এই পরিষেবার গুরুত্বর উপরে বিদেশমন্ত্রী রেখাপাত করেছেন।এই ফেরি পরিষেবা মালদ্বীপের আমদানীকারক এবং ভারতের রপ্তানিকারকদের সরবরাহের জন্য জন্য সমুদ্র সংযোগকে বৃদ্ধি করবে এবং পূর্বাভাস প্রদান করবে।এটি ব্যবসায়ীদের জন্য পণ্যসরবরাহের ব্যয় এবং সময়ের সংকোচও করবে।

(iii) একটি এয়ার ট্রাভেল বাবল সৃষ্টিঃ ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে উভয়দিকে কর্মসংস্থান, ভ্রমণ, অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য জনগণের যাতায়াতকে সুবিধা প্রদানের জন্য বিদেশমন্ত্রী একটি এয়ার ট্রাভেল বাবল সৃষ্টি করার ঘোষণা করেছেন। আমাদের বিশেষ মৈত্রীবন্ধণের সাথে তাল রেখে, মালদ্বীপ হল আমাদের প্রথম প্রতিবেশী দেশ যার সাথে একটি এয়ার বাবল ফলপ্রসু হতে চলেছে। মালদ্বীপে পর্যটকদের আগমন এবং রাজস্ব উপার্জনকে কূলে ভেড়ানোয় ভারতের সাহায্যের প্রতীক হল এই এয়ার বাবল। উভয় দেশেই কঠোরভাবে স্বাস্থ্য আচারবিধি অনুসৃত হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, 18 ই অগাষ্ট এয়ার বাবলের প্রথম উড়ানটি চালু হবে ।

(iv) মালদ্বীপে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর সরবরাহঃ 1981 র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে ভারতের অঙ্গীকারকে পূরণ করার জন্য,2020-21 সালের জন্য মালদ্বীপে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহের বরাদ্দ পুনর্নবীকরণের সিদ্ধান্তকে বিদেশ মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। খাদ্য সামগ্রী যেমন আলু, পেঁয়াজ, চাল,গম, ময়দা,চিনি,ডাল এবং ডিম এবং তৎসহ নদীর বালি ও তলানি পাথর সামগ্রীগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।এই বরাদ্দ, খাদ্য সুরক্ষা এবং অত্যাবশ্যকীয় নির্মাণ সামগ্রীর সরবরাহকে নিশ্চিত করে এবং এর দ্বারা মালদ্বীপে এই ধরনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীগুলির নিশ্চয়তা এবং মূল্য স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

COVID-19 অতিমারির সময়ে যখন সরবরাহের শৃঙ্খল বিঘ্নিত হয়ছে , ভারত সেই সময়েও মালদ্বীপে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের সাহায্য বজায় রেখেছে।2020 , মে মাসে, ভারত মিশন সাগর-এর মাধ্যমে 580 টন অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী উপহারও দিয়েছে।

(v) জরুরী আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিঃ COVID-19 পরিস্থিতির কারণে মালদ্বীপের আর্থিক মন্দার সম্মুখীন হওয়া এবং মালদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতের সহায়তার অঙ্গীকার হিসেবে জরুরী আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে,

একটি নমনীয় ঋণ বন্দোবস্তের দ্বারা ভারত সরকার মালদ্বীপ সরকারকে নীতিগতভাবে জরুরী আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণ বন্দোবস্তের সঠিক প্রকরণ দুই পক্ষের দ্বারা চূড়ান্তভাবে স্থির করা হবে।

5. বিদেশ মন্ত্রী শাহিদ, তার সরকারের বিকাশের অগ্রগণ্যতাকে নিষ্পন্ন করার জন্য ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপের গভীর প্রশংসা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভারত–মালদ্বীপ মৈত্রীতে বৃহত্তর মালে সংযোগ প্রকল্প একটি নতুন মাইলফলক হবে এবং মালদ্বীপের অর্থনৈতিক এবং শিল্পসংক্রান্ত রূপান্তরকে গভীরে প্রোথিত করবে। ভারতের সময়োচিত আর্থিক সহায়তার বৃদ্ধির জন্য বিদেশ মন্ত্রী শাহিদ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।তিনি উল্লেখ করেছেন যে, Covid-19 সংকটের প্রভাবের কারণে সংগ্রামরত মালদ্বীপের অর্থনীতিকে পুনুরুজ্জীবিত করতে এই আর্থিক সহায়তা সাহায্য করবে।

6. বিদেশ মন্ত্রী শাহিদ, ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে সরাসরি পণ্য ফেরি পরিষেবা এবং একটি এয়ার বাবল সৃষ্টি করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।তিনি আরও বলেছেন যে,এই দুটি পদক্ষেপ দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং জনগণের সাথে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে, যেটি আমাদের গতিময় অংশীদারিত্বকে শক্তমাটির উপরে দাড় করাবে।

7. নভেম্বর 2018 থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সোলিহ–র নেতৃত্বে ভারত এবং মালদ্বীপ, অংশীদারিত্বের একটি গতিময় এবং উচ্চভিলাষী দশার তীরে এসে ভিড়েছে, যেটি পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বন্টিত স্বার্থের ভিত্তিতে আমাদের স্থায়ী মৈত্রীর উপরে তৈরি হয়েছে। ভারতের বিদেশ নীতি ‘প্রথমে প্রতিবেশীসুলভতা, এবং মালদ্বীপের ‘প্রথমে ভারত’ নীতি একে অন্যের সম্পূরক এবং বর্তমানে তার জমাটবদ্ধ ফল প্রদর্শন করছে। প্রধনমন্ত্রী মোদী এবং রাষ্ট্রপতি সোলিহ গত দেড় বছরে চারবার মিলিত হয়েছেন। সম্ভবত Covid-19 সম্পর্কিত অবস্থার বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রপতি এই বছরের শেষদিকে ভারত সফর করবেন।

8. বিদেশমন্ত্রী এস.জয়শংকর এবং বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লা শাহিদ দ্বিপাক্ষিক প্রকল্প এবং উদ্যোগগুলির বিশেষতঃ লাইন অব ক্রেডিটের অধীনস্ত 800 মার্কিন ডলার প্রকল্পের বাস্তবায়নের উন্নতি অর্জনের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে প্রসারিত এবং গভীর করাকে বজায় রাখার জন্য ঘনিষ্টভাবে একসাথে কাজ করে যাওয়ার বিষয়ে উভয় নেতা সহমত হয়েছেন।

নিউ দিল্লি
অগাষ্ট 13,2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may be referred to as the official press release.